কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

২০১৯-এর সি. ও. ৩৯৮২
জে. বি. মনসুব জাহেদি
বনাম
ওয়াকফ বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য	মহম্মদ সফিউল্লাহ মণ্ডল
বিপরীত পক্ষের জন্য সংখ্যা ২	শ্রী এম এ সামাদ
ওয়াকফ বোর্ডের জন্য	শ্রী সুন্দর গোপাল ভট্টাচার্য
শুনানি	২৫.০৯.২০২৩
বিচার	**০৬.১০.২০২৩**

বিচারপতি, অজয় কুমার মুখার্জি-

১ আবেদনকারী এখানে ২৯.০৯.২০১৯ তারিখের আদেশ নং ২ কে আক্রমণ করেছেন।

২ বর্তমান মামলার পটভূমি হলো, বর্ধমানের কাসিয়ারা গ্রামের আব্দুল জব্বার খান এবং তার স্ত্রী সাদেমান নেসা ১৯১০ সালের জন্য ১৯০৫ নম্বর ওয়াকফ দলিল সম্পাদন করেন এবং তাদের সম্পূর্ণ সম্পত্তি উৎসর্গ করেন। উক্ত ওয়াকফ দলিল অনুসারে, উল্লিখিত ওয়াকফ (উৎসর্গকারী) নির্দেশ দেন যে তাদের মৃত্যুর পর তাদের তৃতীয় পুত্র মোঃ আবদুস সামাদ মুতওয়াল্লি হবেন। তার মৃত্যুর পর মোঃ আবদুস সামাদ-এর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে মুতওয়াল্লি পদ নির্বাচন করা হবে যারা বয়সে বয়সে বয়সে বয়সে বয়সে বয়সে বড় হবেন এবং ওয়াকফ এস্টেটের কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। মোঃ আবদুস সামাদ-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র মোঃ আব্দুল আহাদ ওয়াকফ এস্টেটের পরবর্তী মুতওয়াল্লি হন

যিনি ১২.০৬.১৯৩৫ তারিখে ওয়াকফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেন। ওয়াকফ কমিশনার তদনুসারে ই.সি. নং ১১৫৪এ এর অধীনে ওয়াকফ তালিকাভুক্ত করেন। এরপর ১৯.০১.১৯৫৪ এবং ১০.০৭.১৯৫৪ তারিখে যথাক্রমে একের পর এক দুটি তালিকাভুক্তির আবেদন করেন। ১০.০৭.১৯৫৪ তারিখের তালিকাভুক্তির আবেদনটি স্বীকৃতি হিসেবে গৃহীত হয় এবং ১৯.০১.১৯৫৪ তারিখের তালিকাভুক্তির আবেদনটি ই.সি. ১১৫৪ নামে একটি নতুন নম্বর দিয়ে গৃহীত হয়। মো. আব্দুল আহাদ তার মৃত্যুর আগে জে.বি. মেহেবুব জাহেদী এবং জে.বি. নামক দুই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দুটি নিবন্ধিত নিয়োগপত্র সম্পাদন করেন। যথাক্রমে ই.সি. নং ১১৫৪ এবং ১১৫৪ক এর ক্ষেত্রে মো. আব্দুল কাভি। আবেদনকারীর মামলাটি আব্দুল আহাদ এর মৃত্যুর পর, ৭.১০.১৯৮০ তারিখের উপরোক্ত নিয়োগপত্রের উপর নির্ভর করে ওয়াকফ বোর্ড ১২.১১.১৯৮০ তারিখে ই.সি. নং ১১৫৪ এর ক্ষেত্রে মেহবুব জাহাদিকে নিয়োগপত্র জারি করে এবং ১৩.১১.১৯৮০ তারিখে ই.সি. নং ১১৫৪ক এর ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ ২ এর পিতা মুতওয়াল্লি হিসেবে পূর্বোক্ত আব্দুল কাভিকে একটি পৃথক নিয়োগপত্র জারি করে।

৩. উপরোক্ত মেহবুব জাহাদির মৃত্যুর পর, ওয়াদফ বোর্ড ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর ৬৩ নম্বর ধারার অধীনে পাঁচ বছরের মেয়াদে ই. সি সংখ্যা ১১৫৪-এর ক্ষেত্রে তাঁর দুই ছেলেকে যৌথ মুতওয়ালি হিসেবে নিয়োগ করে। আব্দুল কাভির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি অর্থাৎ বিরোধী দল সংখ্যা ২-কে ই. সি সংখ্যা ১১৫৪এ-এর ক্ষেত্রে মুতোয়ালি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।

৪. বিরোধী পক্ষ নং ২ যুক্তি দিয়েছিল যে আবদুস সাম্মদের মৃত্যুর পর - তার ছেলে মোঃ আব্দুল আহাদ ওয়াকফ এস্টেটের পরবর্তী মুতওয়াল্লি হন এবং ওয়াকফ কমিশনার ই.সি. নং ১১৫৪এ এর অধীনে ওয়াকফ নথিভুক্ত করেন এবং পূর্বোক্ত আব্দুল জব্বার এবং তার স্ত্রী সাদামন নেসাকে ওয়াকফ হিসেবে স্বীকার করেন। এটি

বিপরীত পক্ষ নং ২-এর আরও একটি মামলা হল যে, পূর্বোক্ত মোঃ আব্দুল আহাদকে ভুলভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যাতে সম্পূর্ণ সম্পত্তি ন্যস্তকরণের পথ থেকে সরানো যায় এবং ওয়াকফ সম্পত্তির আয় ও ব্যয় স্পষ্টভাবে দেখানো যায় এবং দুটি তালিকাভুক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, ওয়াকফ বোর্ড কোনও তদন্ত ছাড়াই একটি নতুন নম্বর জারি করে, যার নাম ই.সি. নং ১১৫৪, যদিও আইন অনুসারে মুতওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষেত্রে ওয়াকফের কোনও ওয়াকফ দলিল বা ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল না। বিপরীত পক্ষ নং ২-এর আরও একটি মামলা হল যে, পূর্বোক্ত দুটি তালিকাভুক্তির আবেদনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি একই এবং অভিন্ন সম্পত্তি যা মূলত পূর্বোক্ত উৎসর্গকারী/ওয়াকফ, আব্দুল জব্বার এবং তার স্ত্রী সাদেমান নেসার ছিল। বিপরীত পক্ষ নং ২ আরও যুক্তি দেয় যে, আব্দুল আহাদকে আবার ভুলভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ৭.১০.১৯৮০ তারিখের ৭০৪৫ এবং ৭০৪৫ তারিখের দুটি নিবন্ধিত নিয়োগ দলিল সম্পাদন করেছিলেন। ৭০৪৬ তারিখ ৭.১০.১৯৮০ এবং এর মাধ্যমে ই.সি. নং ১১৫৪ অনুসারে মাহেবুব জাহেদীকে মুতওয়াল্লিস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

৫. বিপক্ষ পক্ষ নং ২-এর বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালো যুক্তি দেন যে, ই.সি. নং ১১৫৪ এবং ১১৫৪এ উভয়ই আব্দুল জব্বার এবং তার স্ত্রী সাদেমান নেসা কর্তৃক দানকৃত একই সম্পত্তির উপর জারি করা হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ওয়াকফের দলিলটিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একক মুতওয়াল্লি নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট বিধান ছিল এবং তাই আব্দুল আহাদ কর্তৃক সম্পাদিত উপরোক্ত নিয়োগের দলিল সম্পূর্ণরূপে বাতিল। তবে, ৭.১০.১৯৮০ তারিখের উপরোক্ত নিয়োগের দলিলের ভিত্তিতে আব্দুল আহাদ-এর মৃত্যুর পর, বোর্ড ই.সি. নং ১১৫৪-এর ক্ষেত্রে মেহবুব জাহেদীর পক্ষে দুটি নিয়োগপত্র জারি করে

এবং ই.সি. নং ১১৫৪ক-এর ক্ষেত্রে এখানে বিপরীত পক্ষ নং ২-এর পিতার পক্ষে আরেকটি।

৬. বিরোধী পক্ষ নং ২ আরও দাখিল করেছে যে তিনি বোর্ডের সামনে একাধিক উপস্থাপনা করেছেন যে ই.সি. নং ১১৫৪ এবং ই.সি. নং ১১৫৪এ একটি একক এবং অভিন্ন ওয়াকফ সম্পত্তি এবং বিপরীত পক্ষের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরে, ওয়াকফ বোর্ড শেষ পর্যন্ত ই.সি. নং ১১৫৪-এর ভুল এন্ট্রি স্বীকার করেছে। বিরোধী পক্ষ নং ২ আরও দাখিল করেছে যে ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের রেজোলিউশনের মাধ্যমে, বোর্ড বিপরীত পক্ষ নং ২-কে ই.সি. নং ১১৫৪-এর মুতওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করেছে, অন্যদিকে বিপরীত পক্ষ নং ২ ইতিমধ্যেই ওয়াকফ আইন ২০০২-এর ধারা ৩(i) এর অধীনে ই.সি. নং ১১৫৪এ-এর ক্ষেত্রে মুতওয়াল্লি হয়ে গেছে এবং বোর্ড ই.সি. নং ১১৫৪এ এবং ১১৫৪ উভয়কেই একীভূত করেছে।

৭. যাইহোক, পূর্বোক্ত প্রবিধানের বিপরীত দল নং নিয়োগ। E.C.no 1154A-এর ক্ষেত্রে মুতওয়াল্লি হিসাবে ২ এবং ই সি নম্বর ১৫৪ক-এর সাথে ই সি নং ১৫৪ক-এর সংমিশ্রণকে এখানে ও এ ফাইল করে আবেদনকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের ১২ নং কিন্তু ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ১৬.০৭.২০১৯ তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবেদনকারীর বিরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। পূর্বোক্ত ও এ -তে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান হওয়া সত্ত্বেও ২০১৫ এর ১২ নং, আবেদনকারী এখানে আবার ও এ দায়ের করেছেন। ২০১৯ সালের ২৩ নং, ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের একই রেজোলিউশনকে চ্যালেঞ্জ করে, কিন্তু বিজ্ঞ ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাখ্যান করা আদেশ দ্বারা ও এ এর ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর এই ভিত্তিতে যে এই ধরনের আবেদন রেস জুডিকাটা দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৮. আবেদনকারী এখানে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩-এ এই ভিত্তিতে যে আবেদনকারীকে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক যৌথ মুতওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তার আরেক ভাইকে উক্ত ওয়াকফ এস্টেটের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-কে তাকে অপসারণ না করে এবং

তাকে শুনানির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আবেদনকারী আরও যুক্তি দেন যে আবেদনকারী ১৯.০৪.২০১৮ তারিখে বোর্ডের কাছে মুতাওয়াল্লিশিপের জন্য প্রতিনিধিত্ব দায়ের করেছিলেন যা ২০১৫ সালের ও.এ. নং ১২ এর সাথে সংযুক্ত ছিল না এবং যার জন্য ২০১৫ সালের ও.এ. নং ১২ বিজ্ঞ ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ১৬.০৭.২০১৯ তারিখে এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খারিজ করে দেয় যে আবেদনকারী বোর্ডের কাছে তার মুতাওয়াল্লিশিপের জন্য কোনও প্রতিনিধিত্ব করেননি। আবেদনকারী আরও যুক্তি দেন যে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ভুল করে বলেছে যে ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩ অ্যাডভোকেট মো. সফিউল্লাহ মণ্ডল দায়ের করেছিলেন যিনি ২০১৫ সালের পূর্ববর্তী ও.এ. নং ১২ দায়ের করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ও.এ. ২০১৫ সালের ১২ নম্বর আবেদনটি অ্যাডভোকেট নীলোফার বেগম দায়ের করেন এবং এরপর পরিবর্তন আনেন সৈয়দ আসিফ আলী। কিন্তু পরবর্তীতে আবেদনকারী পরিবর্তন আনেন এবং তার কোন আপত্তি না দেওয়ার পর, ২৫.০৭.২০১৮ তারিখে, উপরোক্ত অ্যাডভোকেট মো. সফিউল্লাহ মণ্ডল-উক্ত মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হন। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীর বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মুতওয়াল্লিশ পদে একতরফা নিয়োগ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই এবং তাই তিনি শুনানির সুযোগ এবং বস্তুগত তথ্যের বিরোধিতা করার সুযোগ হারান যা চাপা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ১৯.০৪.২০১৮ তারিখের তার আবেদনটি ২০১৫ সালের ওএ নং ১২-এর সাথে সংযুক্ত না হওয়ায়, তাকে দ্বিতীয় আবেদনটি দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছে, যা ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩। তিনি আরও যুক্তি দেন যে আবেদনকারী এবং তার বড় ভাইকে বোর্ড কর্তৃক ০৩.০৪.২০০৮ তারিখে ৫ বছরের জন্য যুগ্ম মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা আন্তরিকতা ও সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং তাদের কথা না শুনে, বোর্ড ১৯.০৬.২০১৪ তারিখে অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মুতাওয়াল্লি পদ থেকে বহিষ্কার করেছে। সেই অনুযায়ী আবেদনকারী যুক্তি দেন যে উক্ত প্রতিনিধিত্ব সত্ত্বেও তাদের মুতাওয়াল্লি পদের অবসান সম্পূর্ণরূপে

বেআইনি এবং বোর্ডের উচিত আবেদনকারীর উপরোক্ত প্রতিনিধিত্বকে অনুকূলভাবে বিবেচনা করা এবং যার জন্য আপত্তিজনক আদেশটি বাতিল করা উচিত।

৯. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে বোর্ড ৩.৪.২০০৮ তারিখে আবেদনকারীকে তার বড় ভাইয়ের সাথে ওয়াকফ আইনের ধারা ৬৩ এর অধীনে পাঁচ বছরের জন্য মুতওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। উক্ত নিয়োগ ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়। বোর্ড ১৯.০৬.২০১৪ তারিখে বিবাদী নং ২-কে মুতওয়াল্লি হিসেবে নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে ১৯.০৪.২০১৮ তারিখে চার বছর পর মুতওয়াল্লিশিপের জন্য আবেদন করেছিলেন। ১৯.০৬.২০১৪ তারিখে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। আবেদনকারী ও.এ. ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সামনে ২০১৫ সালের ১২ নম্বর আবেদন এবং ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের ১৬.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফ-আলাল-আওলাদ বা তিনি ওয়াকফের বংশধর তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবে কমিটির শর্তাবলী আইন অনুসারে রয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ট্রাইব্যুনাল পূর্বোক্ত প্রস্তাবে কোনও অবৈধতা খুঁজে পাননি এবং তাই ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর দাখিল করা ২০১৫ সালের ১২ নম্বর আবেদনটি যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছে এবং ১৯.০৭.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবটি যা ২৪.০৭.২০১৪ তারিখে ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করা হয়েছে। আবেদনকারী কর্তৃক বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। পরবর্তী আবেদনের ভর্তি শুনানির সময়, ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর আবেদনের O.A. হওয়ার সময়, নিম্নোক্ত ট্রাইব্যুনাল O.A. গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর আবেদনটি বহাল রাখার যোগ্য নয় বলে পর্যবেক্ষণ করে রেজ-জুডিকাটা কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১০. এখানে বিবেচনা করার একমাত্র বিষয় হল নীচের ট্রাইব্যুনালটি ও এ হওয়ার আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করার ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর রেস-জুডিকেটের ভিত্তিতে।

১১. নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত আপত্তিকর আদেশটি প্রদানের সময় নিম্নোক্ত ট্রাইব্যুনাল

> "রেকর্ড দেখায় যে একই আবেদনকারী মনসুর ঝাহেদি আগাফ বোর্ডের বিরুদ্ধে ও. এ. সংখ্যা ১২/২০১৫ দায়ের করেছিলেন এবং অন্যরা ২৪.০৭.২০১৪-এ নিশ্চিত হওয়া ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং এটি যোগ্যতার ভিত্তিতে এই ট্রাইবুনেল দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল। এই ট্রাইবুনেল আগকাফ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ২৪.০৭.২০১৪-এ নিশ্চিত হওয়া ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবটি নিশ্চিত করেছে। এটি বিস্ময়কর যে একই আবেদনকারী এই ও. এ-তে ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের একই প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
>
> এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে ও. এ. সংখ্যা ০৯.০৪.২০১৯ তারিখের আবেদনটি আবেদনকারীর দ্বারা ও. এ. সংখ্যা-এর বিচারাধীনতার সময় দায়ের করা হয়েছিল। ১২/২০১৫ যা ১৬.০৭.২০১৯-এ খারিজ করা হয়েছিল। আবেদনকারী ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যা ইতিমধ্যে এই ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ০৯.০৪.২০১৯ তারিখের উপস্থাপনাটি কোনও নতুন পদক্ষেপের কারণ তৈরি করে না।"

১২. ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩-এ আবেদনকারীর আবেদন এবং ২০১৫ সালের ও.এ. নং ১২-এ করা আবেদন ১৯.০৬.২০১৪ তারিখে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত আপত্তিকর সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত, এতে কোনও বিতর্ক নেই। এর কারণগুলি আরও প্রকাশ করে যে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কারণ আবেদনকারীকে পূর্বে যুগ্ম মুতওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মুতওয়াল্লিশ পদ থেকে অপসারণের আগে তাকে কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে উভয় আবেদনেই করা আবেদনগুলি মূলত একই এবং আবেদনকারী ২০১৫ সালের ও.এ. নং ১২-এ গৃহীত রায়কে চ্যালেঞ্জ করেননি। রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণগুলি দেখায় না যে ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩-এ কোনও ভিন্ন কারণের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল কারণ ও.এ. ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর মামলাটি ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ২৪.০৭.২০১৪ তারিখে ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক ই.সি. নং ১১৫৪ সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবকে নিশ্চিত করা হয়েছিল

মুতওয়াল্লি এবং মসজিদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৩. দেওয়ানি কার্যবিধির ১১ ধারায় ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "প্রত্যক্ষভাবে এবং মূলত ইস্যুতে"। যদি বিষয়টি সরাসরি এবং উল্লেখযোগ্যভাবে পূর্ববর্তী মামলায় ইস্যুতে থাকে এবং কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তী কার্যধারায় সিদ্ধান্তটি পুনঃবিচারিত হবে। ধারা ১১ কোডে প্রমাণ হিসাবে নিষ্পত্তির নিয়মগুলি বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী মামলায় বিচারিত কোনও মামলার আবেদনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেখানে মামলাটি সরাসরি এবং মূলত ইস্যুতে রয়েছে এবং চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী মামলায় একই পক্ষ বা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে একটি উপযুক্ত আদালতে এই ধরণের পরবর্তী মামলার বিচার করা যেখানে বিষয়টি সরাসরি এবং মূলত উত্থাপিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী মামলার রায় এবং ডিক্রিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা পুনঃবিচারিত হিসাবে কাজ করবে। যেহেতু O.A. ২০১৯ সালের ২৩ নম্বর আবেদনটি ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের রেজুলেশনকে চ্যালেঞ্জ করে একই কারণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা ২৪.০৭.২০১৪ তারিখে ওয়াকিফ বোর্ড কর্তৃক মুতওয়াল্লি নিয়োগ সংক্রান্ত ই.সি. নং ১১৫৪ সম্পর্কিত অনুমোদিত হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল নিম্নোক্ত কোনও ভুল করেনি যে দ্বিতীয় আবেদনটি ২০১৯ সালের ও.এ. নং ২৩ হওয়ায় রেস-জুডিকাটা দ্বারা নিষিদ্ধ।

১৪. প্রস্তাবটি পাস করার আগে আবেদনকারীকে শোনার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিরোধী পক্ষ সংখ্যা ১/বোর্ড অফ ওয়াকিফ, যিনি বলেছেন যে ওয়াকিফ বোর্ড তাদের পক্ষ থেকে মেমো সংখ্যা ২৩৯৬-এর অধীনে ৩০.০৭.২০১৪ তারিখের একটি সাধারণ নোটিশ জারি করেছিল এবং পরিষেবা রিটার্ন ডি. ই সংখ্যা ১০০১৬-এর অধীনে ১৮.১১.২০১৩-এ ফিরে এসেছিল এবং বোর্ড/বিরোধী পক্ষ সংখ্যা ১ যুক্তি দিয়েছিল যে পর্যাপ্ত নোটিশ ছিল

বোর্ড কর্তৃক আবেদনকারীকে দেওয়া হয়েছে যিনি কোনও প্রতিনিধিত্ব করেননি নিয়োগের সময় মুতওয়ালি হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থনাও করেননি এবং এটি কেবল ০৯.০৪.২০১৮-এ পাঠানো হয়েছিল।

১৫. বিভিন্ন প্রশংসনীয় বিচারিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সুনিশ্চিত। ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট সাক্ষ্য পুনঃমূল্যায়ন করার জন্য আপিল আদালত হিসেবে কাজ করতে পারে না। হাইকোর্ট কেবল কর্তৃপক্ষকে তাদের সীমার মধ্যে রাখার জন্য ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে যেখানে এর ফলে ন্যায়বিচারের স্পষ্ট ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং/অথবা যেখানে ট্রাইব্যুনাল গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপেক্ষা করে বা এমন কিছু প্রমাণ বিবেচনা করে যা তাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল না যা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। আদেশে ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণে আপত্তি জানানো হয়েছে যে আবেদনকারী ১৯.০৬.২০১৪ তারিখের রেজোলিউশনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যা ইতিমধ্যেই ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ০৯.০৪.২০১৯ তারিখের প্রতিনিধিত্ব কোনও নতুন কারণ তৈরি করে না, অবৈধ বা অযৌক্তিক নয় বা পদ্ধতিগত অযৌক্তিকতার শিকার হয় না এবং তাই আমি মনে করি আপত্তিকৃত আদেশে হস্তক্ষেপ করার মতো কিছুই নেই।

১৬. ২০১৯ সালের সি. ও. ৩৯৮২ এইভাবে খারিজ করা হয়েছে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে ।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal